দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ AUG. 1 2 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

## চট্টগ্রাম ভার্সিটি পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ

# আন্তঃক্যাম্পাস বাস চালুর দাবীতে লাগাতার ধর্মঘট ঃ শনিবার থেকে আমরণ অনশন

**আবদুল মালেক ঃ** চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি মারাত্মক জটিল আকার ধারণ করেছে। আন্তঃক্যাম্পাস বাস সার্ভিস পুনরায় চালুর দাবীতে লাগাতার হারতালের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা আগামী শনিবার থেকে আমরণ অনশনের হুমকি দিয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গতকাল এই কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। ছাত্রঐক্যের লাগাতার হরতালের গতকাল দ্বিতীয়দিনে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, আগামী শুক্রবারের মধ্যে দাবী আদায় না হলে হরতালের সঙ্গে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়ক অবরোধ করা হবে। ছাত্রশিবিরের ডাকে ক্লাস বর্জন অব্যাহত রয়েছে। সকল সংগঠনের একযোগে আন্দোলনে অচল হয়ে পড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা গতকাল থেকে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে শুরু করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান, আগামীকাল শুক্রবার সিন্ডিকেট সভা আহবান করেছেন।

উল্লেখ্য যে, প্রায় ৮ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি পোষাতে সরকারী চাপে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের বাস সার্ভিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কর্তৃপক্ষের দাবী মতে, এই খাতে বছরে সাশ্রয় হবে ৬০ লাখ টাকা।

ছাত্রছাত্রীদের কষ্ট লাঘবের জন্য কেবলমাত্র হাটহাজারী সড়ক থেকে ভার্সিটি রেলস্টেশন পর্যন্ত বাস সার্ভিস চালু থাকবে। এছাড়া ভার্সিটি রেলস্টেশন থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত পাহাড় কেটে ৬০০ গজের একটি রাস্তা চালু করেছেন। উত্তর ক্যাম্পাসে অবস্থিত আইন অনুষদ এবং ফিন্যান্স ও মার্কেটিং বিভাগ আগামী ৩ মাসের মধ্যেই শহীদ মিনার সংলগ্ন নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হবে। কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যতে, এই প্রক্রিয়ায় ছানটের পথ। এই জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে বাস সার্ভিসের কোন যুক্তি নেই। এই অপচয় রোধ করে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে তা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জরুরী খাতে ব্যয় করা যাবে। কর্তৃপক্ষের এসব যুক্তি ছাত্র সংগঠনগুলো শুনতে নারাজ। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌগোলিক গঠন অনুযায়ী এখানে বাস সার্ভিসের কোন বিকল্প হতে পারে না। একজন ছাত্র বা ছাত্রী শহর থেকে শাটল ট্রেনে চড়ে ক্যাম্পাসে পৌঁছে পায়ে হেঁটে ক্লাস করতে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

ছাত্রশিবিরের সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জু বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। পরিবহন সেক্টরসহ সকল ক্ষেত্রে চলছে লুটপাট। সেই বোঝা ছাত্রছাত্রীদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবছর পরিবহন বাবদ এবং ক্রীড়া সংস্কৃতি, হল বাবদ টাকা দেয়। কিন্তু এসবের কোন সুবিধা ছাত্রছাত্রীরা পায় না। প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা লুটেপুটে খাচ্ছেন। শ্রেণীর শিক্ষক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য এখানকার ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা একে একে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া রুখে দেয়া হবে। ছাত্রলীগ সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী বলেন, জঙ্গলাকীর্ণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে, ষোল হাজার ছাত্রছাত্রী পড়তে আসে সে জন্য কর্তৃপক্ষের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তা না করে যেভাবে তাদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে এটা কখনো মেনে নেয়া হবে না। তিনি বলেন, শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ আবদার– বাস সার্ভিস চালু করতে হবে। নইলে লাগাতার আন্দোলন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডঃ জহুরুল আলম চৌধুরী বলেন, এখানে শিক্ষকরা চাকরি করেন। সরকারী টাকায় বিশ্ববিদ্যালয় চলে। সরকার যে পরিমাণ টাকা দেয় সে টাকাই ব্যয় করা সম্ভব শিক্ষকদের অথবা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনের টাকা কেউই ব্যয় করবে না।

এইরকম যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির আবর্তে গত ১ আগস্ট এক মাস বন্ধের পর ভার্সিটি খোলার প্রথম দিন থেকে চলছে। ধর্মঘট, অবরোধ, ক্লাস বর্জন করে ইতোমধ্যে ভার্সিটি সম্পূর্ণরূপে অচল করে দিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। এই প্রথম কোন অভিন্ন দাবীতে চট্টগ্রাম ভার্সিটির ছাত্র সংগঠনগুলো একযোগে আন্দোলনে নেমেছে। গত ১২ দিন যাবৎ এই অচলাবস্থায় কর্তৃপক্ষ কোন উদ্যোগ নেননি। আগামীকাল শুক্রবার সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে গতকাল বেলা ১২টায় চাকসুতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অভিন্ন দাবীতে আগামী শনিবার থেকে প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে আমরণ অনশনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।